সংবিধানের ৫ম সংশোধনী ও বিভিন্ন প্রস্ড়াব :
একটি নৈতিক ও আইনী পর্যালোচনা

৩১ অক্টোবর'০৯ সকাল-১১ টা, রিসার্চ মিলনায়তন, পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রফেসর ড. এবিএম. মাহবুবুল ইসলাম*

২০০৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ পাক ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিঃ বনাম বাংলাদেশ সরকার নামক কেসের রায়ে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ঘোষিত সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং এর ফলে সংবিধানে কি কি পরিবর্তন আসবে তাও বলে দিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্ট এ রায়টিকে স্থগিত ঘোষণা করলেও তা বাতিল করেনি। নতুন করে Leave to Appeal এর আবেদপত্র দাখিল করার অনুমতি দেয়া হয় বিএনপি সেক্রেটারী জেনারেল খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে। বর্তমান সরকার এ রায় মেনে নিয়েছে এবং এর বির"দ্ধে এ্যাপিল করবে না বলে জানিয়েছেন। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সহ অপরাপর সমমনা দলগুলো বলছে এ রায় কার্যকরী হলে দেশ আবার একদলীয় শাসনে ফিরে যাবে ৪র্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে এবং সংবিধান থেকে বিসমিল-াহ্ সহ অপরাপর ইসলামী প্রভিশনগুলোও উঠে যাবে। এ দিকে বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রীসহ অপরাপর গুর"ত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বলছেন এতে করে কোন একদলীয় শাসনেও যাবেনা, বিসমিল-াহ্ও উঠে যাবে না- তবে সংবিধানের ১৯৭২ সালে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি পুন:র্জীবিত হবে। এ নিয়ে চলছে ব্যাপক কথাবার্তা। একজন আইনের শিক্ষক এবং সর্বপরি সচেতন নাগরিক হিসেবে এ বিষয়ের আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু কথা বলা জর"রী মনে করছি।

৫ম সংশোধনী বাতিল আদেশের প্রেক্ষাপটঃ

মূলত: উপরে বর্ণিত কেসটি ছিল ওয়াইজঘাট মুন সিনেমা হল নামক একটি সম্পত্তি সংক্রান্ড় মামলা। মূল সিনেমা হলটি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে) ছিল অবাঙালী কর্তৃক পরিচালিত একটি পাক ইটালিয়ান কোম্পানীর সম্পত্তি । ১৯৭২ সালে একে abandoned property হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইতোপূর্বে ১৯৭১ সালে এটি কোম্পানীর হাতছাড়া হয়ে শিল্প মন্ত্রনালয়ভূক্ত হয়। কোম্পানী তা ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করলে বলা হয় যে সম্পত্তিটি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টকে দেয়া হয়ে গিয়েছে। ১৯৭৫ সালে কোম্পানী সরকারী সিদ্ধান্ড় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট (Writ) করে এবং আদালত কোম্পানীর পক্ষে রায় ঘোষণা করে। তবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট সম্পত্তিটি ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭৭ সালে MLR VII of 1977 এর আওতায় উক্ত সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের দখলেই থাকে। পুনরায় কোম্পানী সম্পত্তিটি পাওয়ার জন্য আবেদন করলে আদালত বলে যে, এ বিষয়ে তাদের করার কিছু নেই তবে যেহেতু MLR VII of 1977 এর মাধ্যমে এ সম্পত্তি দেয়া হয়েছে এবং ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে MLR VII of 1977 কে প্রটেকশন দেয়া হয়েছে এ ক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে মূলত: কেসটি দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এবিএম. খায়র"ল হক এবং এটিএম ফজলে কবির সমন্বয়ে গঠিত আদালত এ রায়টি প্রদান করেন। এর Writ Petition No হচ্ছে 6016 of 2000। ২৪২ পৃষ্ঠা রায়টি প্রকাশিত হয়েছে Bangladesh Law Times (BLT) 2006 এর Special সংখ্যায়।[১]

ঐতিহাসিক এ রায়ে বলা হয় যে, সামরিক আইন বা সামরিক শাসন বলতে কোন কোন আইন বা শাসন ব্যবস্থার কথা সংবিধানে নেই। অতএব, জিয়াউর রহমান কর্তৃক ঘোষিত সামরিক শাসন এবং ১৯৭৭ সালে প্রণীত এবং সংবিধানে সংযোজিত ৫ম সংশোধনীর প্রায় সবগুলো বিষয় বাতিল। সংবিধান বহির্ভূত যে কোন সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এ রায়ের ফলে পাক ইটালিয়ান মার্বেল কোং এর সম্পত্তি ফিরে পায়। যদিও এ কেসের মূল বিষয়বস্তু ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ড় বিষয় কিন্তু হাইকোর্ট ৫ম সংশোধনীর বিষয়েও রায় প্রদান করে। এ রায়ে ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রীয় আদর্শ পুনঃস্থাপনের কথা বলা হয়। এ ছাড়া সংবিধানের ৬,৮,১০,২৫,৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়েও সিদ্ধান্ড় দেয়া হয় যে, এ সব অনুচ্ছেদের সংশোধন অবৈধ এবং তা এর মূল অবস্থায় ফিরে যাবে।

১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রত্যাবর্তন ও যৌক্তিকতা:

● সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইন মন্ত্রী ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ এই সরকারের মেয়াদকালেই ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কেন যাবেন? কারণ গত ৩৯ বছরে বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৫টি সংশোধনী (Amendment) হয়েছে। এর মধ্যে শেখ সাহেবের জীবদশার হয়েছে ৪টি। আওয়ামীলীগ মনে করে পরবর্তী সংশোধনীগুলো, বিশেষ করে জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রণীত ৫ম সংশোধনীটিই সংবিধানের সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে উৎখাত করে দিয়েছে। তারা আরও মনে করেন বর্তমানে দেশে, ইসলামী রাজনীতির উত্থান, জংগীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য ৫ম সংশোধনীই দায়ী। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব কিনা? গেলে তার পদ্ধতি কি? ১ম থেকে ৪র্থ সংশোধনীর অবস্থা কি হবে ? ৭২ সালে ফিরে গেলে বর্তমান সংবিধান থেকে কি কি বাদ থাকবে এবং কিসের দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত হবে? এর পরিণতিই বা কি দাঁড়াতে পারে, এ কয়টি বিষয়ের জবাব দানের লক্ষ্যেই মূলত: প্রণীত হল এ নিবন্ধটি।

• বালাদেশের সংবিধান পরিবর্তযোগ্য কি না?

সাধারণত: পরিবর্তন (Amendment) এর ক্ষেত্রে সংবিধান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা Flexible and rigid বাংলাদেশের সংবিধান rigid পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ rigid হলেও তা পরিবর্তনযোগ্য, সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। তবে প্রস্ড়াবনা অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০ বা ৯২ক সংশোধনে দু'তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করলেও তা পাশ হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দরকার। প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন কি করবেনা না এর জন্য গণ ভোটের (referendum) আয়োজন করতে হবে। ন্যূনতম ৫১ শতাংশ ভোট সংশোধনের পক্ষে পড়লেই প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন অন্যথায় নয়। অতএব, এ সংবিধান সংশোধনযোগ্য হলেও তা হবে একটা কঠিন বিষয়।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে কি কি পরিবর্তন হবে:

১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যেতে হলে এ যাবৎ যে ১৫টি সংশোধনী এসেছে সংবিধানে তাকে বাতিল করতে হবে। যেমন প্রস্ড়াবনায় পরিবর্তন আসবে, রাষ্ট্রীয় সীমারেখার পরিবর্তন হবে, সেকুলার ইজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম হবে, বিস্মিল-াহ ও আল-াহর নাম উঠে যাবে, ইসলামের নামে বা ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে না, মুসলিম বিশ্বের সাথে গড়ে উঠা সম্পর্ক বাতিল হয়ে যাবে গড়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে সূসম্পর্ক এবং সেকুলারইজম ও সমাজতন্ত্র পুনরায় রাষ্ট্রীয় আদর্শ হবে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের স্থান লাভ করবে ইত্যাদি।

এ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল-াহর প্রতি বিশ্বাস ও তাওহীদ বাদের কোন ভূমিকাই থাকবে না। আল-াহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে এভাবেই পুনর্বার বিদায় দেয়া হবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে যেমনটা করা হয়েছিল ১৯৭২ সালে। আর এটাই ছিল সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী।

৫ম সংশোধনী বাতিলের অর্থই হলো ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত কয়েকটি অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়বে আর সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭২ সালে ফিরে গেলে এর প্রভাবের আওতা হবে আরও অনেক বড়। যেহেতু দুটি বিষয়ের ক্ষেত্র প্রায় এক ও অভিন্ন সেহেতু একই সাথে বিষয় দুটি আলোচনা করা হচ্ছে। অতএব, ৫ম সংশোধনীয় বাতিল হয়ে গেলে এবং ৭২ সালে ফিরে গেলে যে সব পরিণতি আসবে তা হলো :

১. বিস্মিল-াহ'র বিদায়:

৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্ড়াবনার শুর"তে বিস্মিল-াহির রাহমানির রাহীম সংযোজিত হয়। ৫ম সংশোধনী বাতিলের সাথে বিস্মিল-াহ এর ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি শুধু ১৯৭২ সালের প্রস্ড়াবনায় ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, যেহেতু ৭২ সালের প্রস্ড়াবনায় বিস্মিল-াহই নেই সেহেতু বিস্মিল-াহ'র বিদায় হওয়াটাই আইনের দাবী।

২. প্রস্ড়াবনা থেকে আল-াহর প্রতি আস্থা এর বিলুপ্তী ঘটবে:

১৯৭২ সালে সংবিধানের প্রস্ড়াবনায় বলা হয়েছে যে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শই এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" ৫ম সংশোধনীতে বলা হয় বিসমিল-াহির রাহমানীর রাহীম ..... সর্ব শক্তিমান আল-াহর উপর পূর্ণ আস্থা ও জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

উলে-খিত রায়ের ফলে সংবিধান ১৯৭২ সালের প্রস্ড়াবনায় ফিরে যাবে। এ অবস্থায় আল-াহর প্রতি পূর্ণআস্থা এবং সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে- এ সব আর থাকবে না সংবিধানে।

৩. সমাজতন্ত্র ও সেকুলারইজমের পুনর্ভাব ঘটবে:

৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় চলমান নিয়মনীতি হচ্ছে- "সর্ব শক্তিমান আল-াহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এই নীতিসমূহে এবং তৎসহ এই নীতিসমূহে হইতে উদ্ভূত.....সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হইবে। অনু: ৮(১), সর্ব শক্তিমান আল-াহর উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি ৮(ক)। এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহে বাংলাদেশ পরিচালনার মূলনীতি হইবে, আইন প্রয়োগ কালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবে ৮(২)।[২]

১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে বলতে হবে: "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহে এবং তৎসহ এই নীতিসমূহে হইতে উদ্ভূত, অন্যসকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

সেকুলারইজম, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী মতবাদ, সমাজতন্ত্রের মূল মন্ত্র হচ্ছে একদলীয় শাসন যা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চায়না সহ অপরাপর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে কার্যকর ছিল ও আছে। শেখ মুজিবর রহমান সাহেবও একদলীয় শাসন শুর" করেছিলেন সমাজতন্ত্র বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে। সেকুলারইজম অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বরং এটি হচ্ছে ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা বিশেষ। ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ব্যর্থ এ মতবাদ সেকুলারইজম ও সমাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া বর্তমান সরকারের ব্রে"ট মেজরিটি এবং সুপ্রীম কোর্টের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হলেও হতে পারে তবে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টাও দেখতে হবে। আল-ার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের বিলুপ্তিও জনগণ সহজে মেনে নেবে বলে ভাববার কারণ নেই।

৪. বাংলাদেশী বাংগালী হয়ে যাবে:

৭২ এর সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "বাংলাদেশের নাগরিকগন বাংগালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, "বাংলাদেশের নাগরিকগন বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" ২০০৫ সালে হাইকোর্টের রায়ের ফলে বাংলাদেশীগণকে পুনরায় বাংগালী বলে পরিচিতি লাভ করতে হবে।

৫. বাংগালী জাতীয়তাবাদের পুনর্জীবন ঘটবেঃ

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তা বিশিষ্ট যে বাংগালী জাতি..... বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই বাংগালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংগালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সংশি- ষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ড় প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক শ্রমিক ও মহিলাদের যথা সম্ভব বিশেষ প্রতিনিধি দেওয়া হইবে।"

৫ম সংশোধনী বিলুপ্তির ফলে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ড় প্রতিষ্ঠান সমূহ আর থাকবে না উপরন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংগালী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন হবে।

৬. জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ বিলুপ্ত হবেঃ

১৯৭২ সালের সংবিধানে বলা হয়েছে "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ও ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" ১৯৭৭ সালের ৫ম সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, জাতীয় জীবনের সর্বস্ড়রে মহিলাদের অংশগ্রহণের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে মুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী (বা কম্যুনিষ্ট) সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ফিরে যাবে যদিও সমাজতন্ত্র এখন একটা ব্যর্থ জনস্বার্থহীন মতবাদ।

৭. সকল ধর্মভিত্তিক দল বাতিল হয়ে যাবেঃ

চলমান ধর্মভিত্তিক দলসমূহ অবৈধ হয়ে যাবে এবং নতুন ভাবে ধর্ম বা ইসলামের নামে কোন সংঘ /সমিতি বা দল গঠন করা যাবে না। ৭২ সালের সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদদ্বয় ধর্মভিত্তিক দল গঠনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করেছিল। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ১২নং অনুচ্ছেদ এবং ৩৮নং অনুচ্ছেদের শেষের অংশটুকু বাতিল করা হয়। এর ফলে এবং বহুদলীয় রাজনৈতিক দল বিধি ১৯৭৮ জারী করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাত্তোর বাতিল করা সকল মুসলিম ও ইসলামী দলগুলো তাদের কার্যক্রম শুর" করার এবং নতুনভাবে ধর্মভিত্তিক দলগঠনের আইনী স্বীকৃতি চালু হয়। ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে ১২ নং এবং ৩৮নং অনুচ্ছেদের পুন আর্বিভাব হবে। ১২নং অনুচ্ছেদটি ছিল অনুরূপ : ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাস্ড়বায়নের জন্য (ক) সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা (খ) রাষ্ট্রকর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার (ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালন কারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। ৩৮ নং অনুচ্ছেদটি হচ্ছে: "জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপীত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে।" "তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্ম ভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহন করিবার কোন অধিকার কোন নাগরিকের থাকিবে না। ৫ম সংশোধনীর দ্বারা শর্তবলীটি (Proviso) বাতিল করা হয়। অতএব, ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে আসার অর্থই হবে ১২ নং ৩৮নং অনুচ্ছেদ প্রয়োগের মাধ্যমে গত ৩৮ বছরে গড়ে উঠা শত শত ইসলামী দল রাতারাতি অবৈধ হয়ে যাওয়া।[৩]

৮. ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে নাঃ

অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। এইচ এম এরশাদের শাসনামলে সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয় "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্ড়িপূর্ণভাবে পালন করা যাইবে।" ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে অনুচ্ছেদ ২(ক) বিলুপ্ত হয়ে যাবে- রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে না। যদিও ২-ক এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোটির ইসলামের পক্ষে কোন প্রভাবই নেই- তথাপি এটা ইসলামি বিশ্বাসীদের জন্য একটা রক্ষা কবচ। এর নীতিবাচক ব্যাখ্যা করলে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। কিন্তু এ বিষয়টুকুও উঠে গেলে ৯০% মানুষের ঈমান ও বিশ্বাসের পক্ষে কথা বলার আইনগত ভিত্তি ও নৈতিকমান দুর্বল হয়ে যাবে।

৯. মুসলিম দেশ সমূহের সাথে সম্পর্কচ্ছেদঃ

৫ম সংশোধনীতে ২৫ অনুচ্ছেদের সাথে একটি অংশ সংযোগ করা হয়। তাহলো, "(২৫)(২) অনুচ্ছেদের আলোকে রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।"

হাইকোর্টের রায় এ অংশটিকেও বাতিল বলে ঘোষণা করে। অতএব, ৫ম সংশোধনী বাতিল কার্যকর হলে অথবা সরকার ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের স্থলে সমাজতান্ত্রিক বা সেকুল্যার বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোন বিধিনিষেধ থাকবেনা। বৃহত্তর এ মুসলিম দেশ পুনরায় চলে যাবে ইসলামের বিপক্ষ শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহের নিয়ন্ত্রণে।

১০. ধর্মীয় ভাবধারায় বা ধর্মের নামে কোন সংগঠন বা সমিতি করা যাবে নাঃ

১৯৭২ সালে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে প্রতিটি নাগরিকের শর্ত সাপেক্ষে দল গঠনের অধিকার দিয়েছে। শর্তটি হচ্ছে উক্ত দলটিকে ধর্মীয় দর্শনের আলোকে হওয়া যাবে না। যেমন: "জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে.....সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"

"তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষানুযায়ী কোন সাম্প্রদাযিক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্ম ভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠণ করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"[৪]

এই অনুচ্ছেদ শুধু ধর্মীয় নাম নয় বরং ধর্মীয় দর্শন বা ধর্মীয় বিধান বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে গঠিত যে কোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন দল বা সমিতি গঠন এবং এর সদস্য হওয়ার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ১৯৭৭ সালে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তটি

বিলুপ্ত করা হয়। ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়ে শর্তটি পুন: প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর বাধা থাকবে না। অথ্যাৎ ধর্মীয় দর্শন ভিত্তিক কোন দল আর থাকবেনা দেশে। ১৯৭২ এর এ বিধানটি গণতন্ত্র বিরোধীও বটে। গনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন মত ও সংগঠনের স্বাধীনতা থাকা গনতন্ত্রের মত। অথচ এ গনতান্ত্রিক বৈশিষ্টই বিলিন হয়ে যাবে এ রায়ের মাধ্যমে।

১১. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তনে গণভোটের বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি :

৫ম সংশোধনীতে বলা হয়েছিল সংবিধানের ৮,৪৮,৫৬,৫৮,৮০ বা ৯২-ক অনুচ্ছেদের সংশোধন আনিত হলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার ৭ দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দেবেন কি দেবেননা বিষয়টি গণভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। ৫ম সংশোধনী বাতিল আদেশের ফলে গণভোটের আর প্রয়োজন থাকবে না অর্থাৎ সরকার যে কোন সময় যে কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে বিসমিল-াহ, আল-াহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে গণভোট ছাড়াই বিলুপ্ত করতে পারবেন। এতে জনগনের শক্তি ও ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে । তত্ত্বগতভাবে জনগন এ বিষয়গুলোতে তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেত কিন্তু তা আর থাকবে না।

১২. বাকশালী শাসন ফিরে আসতে পারে:

হাইকোর্টের রায়ে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রণীত প্রস্ড়াবনাকে (Preamble) অবৈধ করেছে যা শুর“ হয়েছে বিসমিল-াহির রাহমানির রাহীম দ্বারা। বিসমিল-াহ যেহেতু প্রস্ড়াবনারই অংশ তা যেহেতু ৫ম সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত, অতএব বিসমিল-াহও বাতিল আদেশেরই অংশই হতে পারে। উলে-খ্য, ইসলামী সকল ব্যবস্থা বাতিল করে ৭২ সালের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, যার সবগুলোই ইসলাম পরিপন্থী- তা পুন:স্থাপন করে একে বিসমিল-াহ বা আল-ার নাম দিয়ে শুর“ করার কোন প্রয়োজনও নেই আর তা করার অর্থ হবে আল-ার আইন বিরোধী দর্শনকে আল-ার নামে শুর“ করার শামীল- আর এটা হবে আল-ার সাথে তামাসা করার মত বিষয়! ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সকল রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামক দল গঠন করে সরকারী, বেসরকারী প্রজাততেন্ত্রর সকল কর্মচারীকে বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করেন এবং এর কার্যকারিতাও শুর“ হয়ে যায়। ৫ম সংশোধনী না এলে একদলীয় শাসন হয়তো এখনও চলতে থাকত। জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইন ১৯৭৮ জারী করার মাধ্যমে আওয়ামীলীগসহ অপরাপর রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। যেহেতু ৫ম সংশোধনী ৪র্থ সংশোধনী পুরোপুরী বাতিল করেনি বরং জনস্বার্থ মূলক কিছু কিছু দিক গ্রহণ করেছে। তবে আদালত একে অবৈধও ঘোষণা করেনি। অতএব, সরকার হয় সংবিধান সংশোধন করে অথবা বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিধান বাতিল করে পুনরায় একদলীয় শাসন কায়েম করতে চাইলে তাতে বাধা থাকার কথা নয়। আইনগতভাবে একদলীয় শাসনে ফিরে যেতে পারলে বিদেশীদের ভাড়া করার আর দরকার হবে না[৫]

১৩. বের“বাড়িসহ ভারতের হাতে তুলে দেয়া এলাকা সমূহকে বাংলাদেশের অন্ড়র্ভুক্ত দেখাতে হবে:

১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ১৫টি সীমান্ড় এলাকার সীমানা নির্ধারণের কথা বলা হয়। এর ফলে আংগরপোতা বাংলাদেশ পাবে এবং বের“াড়ি (২.৬৪ কি.মি.) ভারতকে ছেড়ে দেবে বলা হয়। বাংলাদেশ চুক্তি পালন করে, আর ভারত ৩৫ বছর পরও সে চুক্তির শর্ত পালন করেনি। বের“বাড়ি এখন ভারতের অন্র্ড়ভূক্ত। অথচ ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সাবেক পূর্ব পাকিস্ড়ানের সীমানা নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ। অতএব, ৭২ এর সংবিধানে ফিরে এলে বের“বাড়িকে বাংলাদেশের অন্ড়র্ভুক্ত দেখাতে হইবে (অনু:২)। শেখ হাসিনার সরকার কি তা করতে প্রস্তুত ?

১৪. রীট আবেদনের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের স্থলে পাওয়ার চলে যাবে সুপ্রীম কোর্টের হাতে:

১৯৭২ সালে সংবিধানে ৪৪নং অনুচ্ছেদ এবং ১০২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রীট আবেদনের জন্য Court of Origin হচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট। অথচ বর্তমান অবস্থায় এ দায়িত্ব হচ্ছে হাইকোর্টের উপর। এ ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হবে।

১৫. মহিলাদের সংরক্ষিত আসন থাকবেনা:

বর্তমান অবস্থায় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০ আসন সংরক্ষিত। অথচ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৫টি আসনের কথা আর তাও মাত্র ১০ বছরের জন্য। ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ১৯৮৩ সালে। অতএব, ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার অর্থ হলো মহিলারা তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসমুহ হারানো।

১৬. যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের উদ্যোগ বন্দ হয়ে যাবে:

১৯৭৩ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৭নং অনুচ্ছেদের সাথে ৩নং উপঅনুচ্ছেদ সংযোগ করা হয়। এ সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের আন্ড়র্জাতিক ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট প্রনীত হয় যার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধসহ কতিপয় জঘন্য অপরাধের বিচারের প্রস্ড়াব করা হয়। এতে বলা হয় সংবিধানের অন্যান্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩) এর বিধান বলে যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে কোন কিছুই বাধসাধতে পারবেনা। যদিও এর দ্বারা বাংলাদেশী কোন নাগরিককে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করা সম্ভব নয়, তথাপি ১৯৭২ সালের সাংবিধানে ফিরে গেলে ৪৭ (৩) এর এ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ সম্ভব নয়, যেহেতু এটি সংযোজিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এতদসংক্রান্ড় কোন প্রভিশন নেই। উলে-খ্য, এ সংশোধনীটি বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

১৭. বিবিধ বিষয়:

১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেলে আরও যে কতিপয় পরিবর্তন হবে তাহলোঃ (ক) বিচারকের বর্তমানে চাকুরীর বয়সসীমা ৬৭ থেকে ৬২ তে নেমে আসবে (অনুচ্ছেদ ৯৬), (খ) হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারক পদে বহাল থাকা অবস্থায় বা অপসারিত হলে তিনি আর সুপ্রীম কোর্টের ওকালতী করতে পারবেন না ১৯৭২ সালের সংবিধানে এ বিষয়ে বাধা রয়েছে (অন: ৯/বি)। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। সংবিধান সংশোধন সহজবোধ্য হয়ে যাবে। (গ) ১৯৭২ এর সংবিধানে সংবিধান সংশোধনের জন্য ২/৩ মেজরিটির প্রয়োজনীয়তার

প্রভিশন রয়েছে। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোলি-খিত কতিপয় আনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ২/৩ মেজরীটি অর্জিত হলেও তাতে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করছেন কি করবেন না এ জন্য গনভোট (referendum) এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (অনু: ১৪২)। আরও যে সব অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে তাহলোঃ ৫৮,৬৬,৭৩ক,৮০,৯২ক,৯৩,৯৫,৯৬,৯৮,৯৯,১০১,১০২,১০৩,১০৭,১১৬,১১৭,১২২, ১৪৫,১৪৭ ও ১৫২।

সাধারাণ পর্যালোচনার দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান প্রণেতাগণ ইসলাম ও ইসলামী দলকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই সংবিধানে এ সমস্ড় বিষয়গুলো সংযোজন করেছেন। আর এ করাটাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ, বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের এ সংবিধান ভারতে বসেই ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শের অনুকরণে এবং ভারতীয় রাজনীতিক ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের নির্দেশেই প্রণীত হয়েছে। রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে দল গঠনে সাংবিধানিক ভাবে অযোগ্য ঘোষণা করার কোন নজির কোন গনতান্ত্রিক দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। ভারতের মত দেশেও বিজেপি, ইসরাইলে, ইউরোপে ইহুদীও খ্রীষ্টান ডেমোক্রাটসহ বিভিন্ন দেশে ধর্মপন্থী দল শুধু রাজনীতি চর্চাই করে না বরং সরকারও গঠন করেছে। মুসলিম বিশ্বের মালেয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্ড়ান, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মিশর, কুয়েত, তুরস্ক, ইরান, সোমালিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ইসলাম ভিত্তিক দলগুলো শুধু কার্যকরই নয় বরং সরকার নিয়ন্ত্রনের ভূমিকায় রয়েছে। অমুসলিম দেশ ভারত, শ্রীলংকা, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামের নামে গঠিত দলসমূহের গুর"ত্বপূর্ণ অসবস্থানে রয়েছে। তবে কেন বাংলাদেশে নয়!

পর্যালোচনা

ক. যদিও মুন সিনেমা হলের কেসটি প্রথমে ৫ম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ড় ছিল না পাক মার্বেল কোম্পানী এর সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার পুন: পুন: আবেদনের ভিত্তিতে তদানীন্ড়ন এ্যাপিলেট বিভাগের বিচারপতি মোস্ড়ফা কামালই কোম্পনীকে ৫ম সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করার ইংগিত দেন। কেননা ৫ম সংশোধনীর বলেই মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ রাষ্ট্র এ সম্পত্তি দখলে নিয়েছিল। কথা ছিল সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র সংক্রান্ড় ঐ অংশটুকুর ব্যাপারেই সিদ্ধান্ড় দেয়া। কিন্তু মাননীয় বিচারপতিদ্বয় খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি এএসএম সায়েম এবং জিয়াউর রহমানকে অবৈধ সরকার হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সংবিধানের ঐ সকল অংশ যা ইসলাম ও মুসলিম এবং মুসলিম স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত.....। এ ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণেতাদের বিশ্বাস- আদর্শ আর বিচারকদ্বয়ের আদর্শের একাকারিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। একজন ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ এমনটাও করতে পারে তাই তারা প্রমান করলেন!

খ. এ রায় গণতন্ত্র ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদানুযায়ী "এই সংবিধান হচ্ছে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন -অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য ততখানি বাতিল হইবে।" ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী- এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ২৮(১) অনুচ্ছেদ বলেছে যে, "কেবল মাত্র ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ ও নারী-পুর"ষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না" - এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ৩৮ অনুচ্ছেদে "সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে" এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে-এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। উপরোলে-খিত ৬,৮,৯,১০,১২,২৫,৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ৭,২৭,২৮,৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান ও অধিকারগুলো বাতিল হয়ে যাবে-একই রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার পালনের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য সৃষ্টি হবে যার ফলাফল হবে চরম ধ্বংসাত্মক। সংবিধান স্বীকৃত সর্বোচ্চ আইনের ২৭ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের মর্যদা সমান এবং ২৮ নং অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ ভেদে যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে ৫ম সংশোধনী বাতিল হলে বৈষম্যই হবে স্বীকৃত আইন। ৩৭, ৩৮ অনুচ্ছেদে দল গঠন ও সমাবেশ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মভিত্তিক দল গঠন ও সমাবেশ করণ বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেহেতু ইসলাম ধর্মেই রাজনৈতিক দর্শন আছে অতএব, এর ফলে শুধুমাত্র ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনগুলোই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এ রায় এরও বিপক্ষে অবস্থান নেবে। প্রতিষ্ঠিত হবে এক নায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র।

সংশোধনী বাতিলের রাজনৈতিক ফলাফল:

এ সংশোধনী বাতিলের দুটো প্রধান দিক রয়েছে। যেমন জিয়াউর রাহমানের সামরিক আইন ঘোষনাসহ কলক কার্যক্রম অবৈধ এবং ইসলামী দলসমূহের বিলুপ্তি সাধন সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষনার ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান (এবং হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদের) ঘোষিত সকল কার্যক্রম বন্ধ এবং জিয়ারউর রহমানের মরোনোত্তর এবং এরশাদের বিচার হতে পারে। এ অবস্থাকে বিএনপি চুপসে মেনে নেবে বলে মনে হয় না- আর এর ফল হবে চরম রাজনৈতিক সহিংসতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। বিএনপির রাজনৈতিক দর্শন হবে হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান দর্শন ১৯৭২ সংবিধান পরিপন্থী হিসেবে ধরা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী দলসমূহের বিলুপ্ত। বাংলাদেশের ইসলামী দলসমূহে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সমর্থন পুষ্ট তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। জিয়াউর রহমানের আদর্শে রাজনীতির পরাজয় ঘটলে তার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি নিষিদ্ধ হতে পারে। অস্থিত্ব রক্ষার স্বার্থে রাজনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি ময়দানে টিকতে না পারলে সরকার পতনের লক্ষ্যে এর একটি অংশ আন্ডার ওয়াল্ডে চলে যেতে পারে। তাতে করে হাত মজবুত হবে কার? একই অবস্থা দাঁড়াতে পারে ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রেও লাভবান হবে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গীবাদী দলগুলো। একদিকে জাতীয়তাবাদী অন্যদিকে ইসলামী উগ্রবাদী দলের যৌথ আক্রমনের ফলে গৃহযুদ্ধও বাঁধতে পারে।

এ সব ঠেকাবার জন্য আওয়ামীলীগ সরকার ভারতীয় বা বিদেশী সামরিক সাহায্য চাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। প্রতিবেশী ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ অপেক্ষায়ই দিন গুনছে। দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসীন থাকার লক্ষ্যে ভারতীয় আগ্রাসনকে স্বাগত জানাতে পারে আওয়ামী লীগ সরকার- ভাগ্য বরণও করতে পারে বাংলাদেশ সিকিমের। অসম্ভব কিছুই নয়। আল-াহ স্বহস্ড় এ দেশকে রক্ষা না করলে এর রক্ষার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কারণ যে বেড়া নিজেই ক্ষেত খায় সে বেড়ার উপর ভরসা করা বোকামী ছাড়া কি? সাম্প্রতিক বিডিআর আর সেনাবাহিনীর ঘটনা এ সম্ভাবনাকে আরও ত্বরান্বিত করছে বলেই মনে হয়।

শেষকথা ঃ

৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় শুধু একটি রায়ই নয় এটি একটি ইতিহাসের মৃত্যু ঘটানোর এবং আর একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার মত রায়। এ রায়ের বাস্ড়বায়ন হবে ১৯৭২ সালের চেয়েও ব্যাপক ক্ষতিকর। ৭২ সালে শুধু ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছিল ইসলাম ও মুসলিম আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলো। আর এখন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে সকল ইসলামী দল ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ও দলসমূহ। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় এ রায়ের সর্বনাশা ফলাফলের দিকটা চিন্ড়া করেছেন কিনা জানিনা- নাও করতে পারেন। কারণ তারাও মানুষ! তবে আসন্ন এ্যাপিলের রায়ের ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্টকে যে বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও মাননীয় সাংসদদের মনে রাখতে হবে যে, ২০০৯ সাল আর ১৯৭২ বা ৭৫ সাল এক হতে পারে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশ ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এক হতে পারে না, ভারতে বসে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা রহস্যজনক, ৭২ সালের সংবিধানের প্রস্ড়াবনা, ১২, ৩৮ অনুচ্ছেদ এর শর্তাবলী দেশের ৯০ শতাংশ জনমানুষের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। ৫ম সংশোধনীর সংযোজন ছিল ঐ ৯০ শতাংশ মানুষের ইচ্ছারই প্রতিধ্বনী। সমাজতন্ত্র বলতে এখন আর বিশ্বে কোন জীবন্ড় মতবাদ নেই, সেকুলারইজম ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বরং ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম বিরোধী একটি ধ্বংসাত্মক মতবাদ যার প্রতিফলন ঘটেছে মুসলিম বিশ্বে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে, জামাল আবদুল নাসেরের মিশরে, হাফিজ আল আসাদের সিরিয়ায়, সাদ্দাম হোসেনের ইরাকে এমনকি শেখ মুজিবের বাংলাদেশে। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পক্ষের ৫০ শতাংশের বেশী জনগণ কোনভাবেই ইসলামী দলের অবসান, জিয়াউর রহমানের মরোনাত্তর বিচার, বিএনপির রাজনৈতিক মৃত্যু সহজে মেনে নেবে না- যার পরিণতি হবে চরম নৈরাজ্যকর। শেখ হাসিনা সরকার এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট-ই পারে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে। আমরা আশা করি দেশ, জাতি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক ধারা, ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থকে বিবেচনায় রাখবেন তাঁরা। সবকিছুর উপরে মনে রাখতে হবে একবার এ দেশ সিকিম বা আফগানিস্ড়ান হয়ে গেলে এর থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হবে এক সাগর রক্তের!

তথ্যসূত্রঃ

১. Pak Italian marble works Ltd. V State (B-1) 2006, (Spacial Issue).

২. Article 8(1) 2 A, 8(2) of the Constitution of Peoples Republic of Bangladesh. Secularism জনক হলেন জর্জ জেকব (১৮১৭-১৯০৬), It is a movement towards the separation of religion from state affairs. It is a Phylosophy or rule of education and state devord of religion and morality. See wikipedia. org.

৩. ৫ম সংশোধনীর দ্বারা অনুচ্ছেদ ১২ এবং ৩৮ এর শর্তাবলীটি অপসারিত হয়ে যায়। যেহেতু ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করা হয় বাকশাল ছাড়া অতএব, নতুনভাবে দল গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে এতদ সংক্রান্ড় আইন পাশ করা হয়।

৪. সংঘ সমিতি গঠনের নিরঙ্কুশ অধিকার গণতান্ত্রিক শাসনে স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন কমিশন এর সাথে শর্ত যোগ করে দেয় আর শেখ মুজিবের সরকার তা নিরঙ্কুশ সমর্থনের দ্বারা পাশ করিয়ে নেয়। সমাজতান্ত্রিক ও সেকুলার বন্ধুদের পরামর্শে জাতির চিন্ড়া-চেতনা বিরোধী এ দর্শন যে যথোপযুক্ত ছিলনা- পরবর্তী ঘটনা প্রবাহই এর প্রমাণ।

৫. সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের যেটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল তাও বাতিল করা হয়। সংসদীয় এর স্থলে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করা হয় এবং এতে শেখ মুজিবকে কার্যত: আজীবন প্রেসিডেন্ট বানানোর ব্যবস্থা করা হয়। সকল দল ভেঙ্গে দিয়ে একটি জাতীয় দল গঠনের অধিকার শেখ মুজিবকে দেয়া হয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পূর্বের দেয়া হাইকোর্টের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। বিচার ব্যবস্থাকে সরকারী অধীনস্থ করা হয় ইত্যাদি। এক দলীয় শাসনের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই সেনাবিদ্রোহ হয় বলে ধারণা করা হয় যার পরিণতি হয় মুজিব সরকারের নির্মম পতন।